দৈনিক জনকণ্ঠ

১৭

তারিখ 13 OCT 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

এবার বুয়েট উপাচার্যকে নিয়ে টানাপোড়েন ॥ আন্দোলনের হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ দিয়ে টানাপোড়ন শুরু হয়ে গেছে। সরকার আগামী ১৬ অক্টোবরের মধ্যে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহানকে অপসারণ না করলে বুয়েট শিক্ষক সমিতি অসহযোগ ও ক্লাস বর্জনসহ আন্দোলন শুরু করবে। এর ফলে বুয়েট অচল হয়ে

(১৫ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

এবার বুয়েট উপাচার্যকে

(প্রথম পাতার পর)

পড়তে পারে।

বুয়েট শিক্ষক সমিতি স্বেচ্ছাচারিতা, বৈষম্যমূলক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং দমননীতির অভিযোগে সরকারের কাছে উপাচার্যের অপসারণ দাবি করছে বলে সমিতির সভাপতি আবদুর রাজ্জাক আকন্দ জানিয়েছেন। অন্যদিকে উপাচার্য এ সকল অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করেছেন। নিজেকে 'নিয়ম ও আইনের কঠোর অনুসারী' হিসাবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেছেন, অতীতে বিভিন্ন অভিযোগে যাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে—তাঁরাই এখন আন্দোলনের উস্কানি দিচ্ছেন।

বুয়েটের ভিন্ন একটি সূত্র জানিয়েছে, সম্প্রতি দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বুয়েটের ৫/৬ জন সিনিয়র শিক্ষক উপাচার্যের পদে পরিবর্তন আনার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। বুয়েটে শিক্ষক সমিতিকে এঁরা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন। অবশ্য সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ হাবিবুর রহমান এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। সকল শিক্ষক সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপাচার্যের অপসারণ চাচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

বুয়েট সূত্র জানিয়েছে, বেশ সুপরিচিত ও প্রভাবশালী এসকল শিক্ষক একদিকে বর্তমান উপাচার্যকে সরাতে ব্যস্ত। অন্যদিকে পরবর্তী উপাচার্য হবার জন্য তাঁরা শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে লবিং শুরু করেছেন।

শিক্ষক সমিতির সাম্প্রতিক বৈঠকে উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোন বৈঠকে যোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে গত ৯ অক্টোবর একাডেমিক কাউন্সিলের নির্ধারিত বৈঠক হতে পারেনি বলে জানা গেছে। তবে পরীক্ষা ও ক্লাসসমূহ যথারীতি চলছে।

বুয়েটের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, রাজনৈতিক কারণে সরকার বর্তমান উপাচার্যকে অপসারণ করবে এমন সম্ভাবনা কম। তাই প্রভাবশালী কিছু শিক্ষক পদত্যাগের জন্য আন্দোলনের মাধ্যমে উপাচার্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন।

বুয়েটের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপকালে উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, 'শিক্ষক সমিতি আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগের কথা বলছে, তার একটি প্রমাণও তাদের হাতে নেই। তিনি বলেন, সন্ত্রাস ও সেসনজটহীন নির্দলীয় এ প্রতিষ্ঠানে আইন কিংবা নিয়ম যেই ভঙ্গ করবে, তার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান ১৯৯১ সালে প্রথম বারের মতো বুয়েটের উপাচার্য পদে আসীন হন। বর্তমানে উপাচার্য পদে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ চলছে। অপসারণ কিংবা পদত্যাগের ঘটনা না ঘটলে আরও আড়াই বছর তাঁর উপাচার্য হিসাবে কর্মরত থাকার কথা।